অনিয়ম করে শুধু পর্দা কেনা হয়েছে ২০ লাখ টাকার

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ওসিসি ও স্টেশনারি সামগ্রী ক্রয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগের তীর হাসপাতালের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক ডা. বুলবুল কবির, প্রধান অফিস সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটন ও স্টোর কিপার পলি খাতুনের বিরুদ্ধে। ৩৫ লাখ টাকার মধ্যে ২০ লাখ টাকার শুধু পর্দা ক্রয় দেখানো হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের অন্যান্য ক্রয়ের মধ্যে ওসিসি ও স্টেশনারি খাতে ৩৫ লাখ টাকার সামগ্রী সরবরাহে ঠিকাদার হিসেবে কাজ পায় মেহেরপুর ট্রেডিং। কিন্তু অর্থ বছর পেরিয়ে গেলেও ওই প্রতিষ্ঠান থেকে দুই দফায় মাত্র ৯ লাখ টাকার সামগ্রী নেওয়া হয়েছে। বাকি ২৬ লাখ টাকা সামগ্রী হাসপাতালের সুপার বুলবুল আহমেদ নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে নিজে এবং পছন্দের ঠিকাদার দিয়ে নামমাত্র স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয় করেছেন। জানা গেছে, ওই ২৬ লাখ টাকার মধ্যে তিনি শুধু পর্দা ক্রয়ে খরচ দেখিয়েছেন ২০ লাখ টাকা। তিনি টেন্ডার প্রক্রিয়াকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে চার সদস্যর ক্রয় কমিটি করে এ পর্দা কিনেছেন ঢাকার এক ঠিকাদারের কাছে থেকে। তবে কত পিস পর্দা ক্রয় করা হয়েছে সে হিসাব বড় বাবু লিটন ও স্টোর কিপার পলি কেউ দিতে চাননি। চার সদস্যর ক্রয় কমিটিতে ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক ডা. বুলবুল কবির, ডা. আবুল কাশেম, ডা. আমেনা খাতুন ও ডা. হাসিবুল ইসলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিনের টিম নতুন বিল্ডিংয়ে অনুসন্ধান করে পুরো বিল্ডিংয়ে ৫৫০ পিস থেকে ৬০০ পর্দার হিসাব পেয়েছে। যে পর্দা ক্রয় করা হয়েছে সে পর্দার দাম বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সর্বোচ্চ ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা হবে প্রতি পিসের দাম। যার সর্বোচ্চ মূল্য হতে পারে ৩ লাখ টাকা, এর সঙ্গে পর্দার পাইপ ফিটিংস ও মিস্ত্রি খরচ দিয়ে আরও ৩ লাখ টাকা যদি খরচ হয় সব মিলিয়ে খরচ হবে ৬ লাখ টাকা। কিন্তু ক্রয় দেখানো হয়েছে ২০ লাখ টাকা।

তবে, ক্রয়ের সঠিক হিসাব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই দিতে পারবে। তবে শুধু স্টেশনারী নয় এ ধরণের সাত থেকে আটটি খাতে প্রতিবছর সরকার কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে থাকে জেলা হাসপাতালে। বরাদ্দগুলো

কিভাবে ব্যয় হচ্ছে সে ব্যাপারে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রেখেছে।

স্টেশনারি সামগ্রী সরবরাহকোরী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেহেরপুর ট্রেডিংয়ের স্বত্ত্বাধিকার দেবাশীষ বাগচি বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ওসিসি ও স্টেশনারি খাতে ৩৫ লাখ টাকার কাজ পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার কাছে থেকে দুই দফায় ৯ লাখ টাকার সামগ্রী নেওয়া হয়েছে। বাকি ২৬ লাখ টাকার মালামাল নেওয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন, ইজিপির মাধ্যমে পাওয়া কাজ অন্য কোন ঠিকাদার করতে পারেন না। এক্ষেত্রে আমার সাথে অনিয়ম করা হয়েছে। আমি কিছু বলতে গেলে আমাকে নানাভাবে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্টোর কিপার পলি খাতুন বলেন, সাবেক সুপার বুলবুল স্যার নতুন বিল্ডিংয়ের জন্য ২০ লাখ টাকার পর্দা কিনেছেন । বড়বাবু লিটন বিল রেডি করে দিয়েছে। আমি শুধু স্টোর কিপার হিসেবে মালামাল বুঝে নিয়েছি। তবে কোন ঠিকাদারের কাছে থেকে নিয়েছে আমি সে ঠিকাদারকে চিনিনি। এত টাকার পর্দা কি লেগেছে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি কি এ কথা বলতে পারি?

প্রধান অফিস সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটন বলেন, ‘হাসপাতালের বস হচ্ছেন সুপার । তিনি যেভাবে বলেন আমাদের সেভাবেই কাজ করতে হয়। সাবেক সুপার বুলবুল স্যার তার নিজস্ব ক্ষমতাবলে ২০ লাখ টাকার পর্দা কিনেছেন।’ টেন্ডার প্রাপ্ত ঠিকাদারের সাথে না নিয়ে কেন অন্য ঠিকাদারের কাছে থেকে নিলেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘সুপার স্যার স্পট কোটেশনের মাধ্যমে কিনেছেন আমরা শুধু তার আদেশ বাস্তবায়ন করেছি।’

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক ডা. বুলবুল কবির বলেন, ‘স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপযোজন প্রক্রিয়ায় ক্রয় কমিটি করে স্টেশনারি সামগ্রী কেনা হয়েছে। যার নথি হাসপাতালে রয়েছে। আর এ বিষয়ে ঠিকাদার সব জানে। আমার পরে যিনি সুপার যোগদান করেছেন তিনি বাকি টাকা হয়তো সমন্বয় করেছেন।’

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভাপতি মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খান বলেন, ‘হাসপাতালের অনিয়মের বিষয়ে অবশ্যই অনুসন্ধান করবো, যদি ব্যত্যয় পাই ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। হাসপাতালে কোন ধরণের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা আমি রাখতে চাই না।’

অভিযুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের হেফাজতেই বীজ সংরক্ষণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ১ নম্বর দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদে কৃষি প্রণোদনার পাটবীজ বিতরণ না করে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে দারিয়াপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় ১১ বস্তা, মোট ৫৫০ প্যাকেট (প্রতি প্যাকেট ১ কেজি) পাটবীজ ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় জনতা পথরোধ করে।

অভিযোগ অনুযায়ী, চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বোয়ালমারী গ্রামের বীজ ব্যবসায়ী আফতাব আলী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব কামরুজ্জামানের কাছ থেকে প্রতি কেজি ২৫ টাকা দরে এসব বীজ ক্রয় করেন।

স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পাটবীজ বিতরণের বিষয়ে তাদের কোনো ধরনের অবহিত করা হয়নি। কৃষকদের মধ্যে বিতরণ না করে সরকারি প্রণোদনার বীজ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে তারা দাবি করেন। তারা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

অভিযোগের বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব কামরুজ্জামান বলেন, পাটবীজের সঙ্গে সার না থাকায় কৃষকরা বীজ নিতে পরিষদে আসেননি। পরে বীজের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় প্রশাসকের অনুমতি সাপেক্ষে সেগুলো বিক্রি করা হয়েছে।

তবে দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, বীজ বিক্রির বিষয়ে সচিব তাকে কিছু জানাননি। বীজ বিক্রির সময় তিনি ইউনিয়ন পরিষদে উপস্থিতও ছিলেন না এবং বিষয়টি সম্পর্কে তার কোনো পূর্বজ্ঞান ছিল না।

এ বিষয়ে উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা রাশেদুজ্জামান

আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক কামরুজ্জামান জিয়া। তবে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, বীজ জব্দ করা হয়নি। এ বিষয়ে ইউনিয়নের প্রশাসক ও উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তাই ভালো বলতে পারবেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা জানান, জেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বীজগুলো ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসকের জিম্মায় সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত দেন।

এদিকে, যে ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে বীজ বিক্রির অভিযোগ উঠেছে, সেই ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসকের কাছেই বীজ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে বীজ অন্য কোনো সরকারি দপ্তর বা থানার হেফাজতে রাখা উচিত ছিল কি না—এ নিয়েও আলোচনা চলছে।

মুজিবনগর হাসপাতালে রোগীদের খাবার নিম্নমানের ও কম দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের অল্প পরিমাণ মাছ-মাংস, নিম্নমানের এবং অনেক সময় খাওয়ার অনুপযোগী খাবার সরবরাহের অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়া এসব খাবার ক্রয়ে বাজারদরের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি মূল্য দেখানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। সরকারি এ হাসপাতালে রোগীদের খাবার নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। ভুক্তভোগীদের দাবি, খাদ্য ক্রয়, সরবরাহ ও বিতরণে অনিয়মের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

জানা গেছে, সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তি রোগীদের নির্ধারিত পরিমাণে মুরগির মাংস, খাসির মাংস অথবা রুই মাছ দেওয়ার কথা।

কিন্তু বাস্তবে তার অনেক কম দেওয়া হচ্ছে। দুপুরের খাবারের জন্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যে রাখা একটি পোনা মাছের টুকরার ওজন পাওয়া গেছে মাত্র ৬০ গ্রাম, যেখানে আড়াইশ গ্রাম ওজনের রুই মাছের টুকরা দেওয়ার কথা।

এছাড়া ২৮৯ গ্রাম মুরগির মাংস ও ৫০ গ্রাম আলু দেওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে একটি ছোট আলু এবং সর্বোচ্চ ৯৫ গ্রাম মাংস দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ১০০ গ্রাম টাটকা সবজির পরিবর্তে পরিবেশন করা হচ্ছে পেঁপেসহ বাসি ও পচা তরকারি।

রোগীদের অভিযোগ, খাবারের মানও ভালো নয়। অনেক সময় মাছ ঠিকমতো রান্না হয় না, ভেতরে কাঁচা থেকে যায়। ফলে চিকিৎসাধীন রোগীদের সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বাড়ছে। বরাদ্দ অনুযায়ী পাঁচ গ্রাম চিনি দেওয়ার কথা থাকলেও অনেক সময় সেটিও দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ করেছেন একাধিক রোগী।

খাদ্যসামগ্রী কেনাকাটায়ও মিলেছে বিস্ময়কর অসঙ্গতি। হাসপাতালের হিসাব অনুযায়ী ৫৫ গ্রাম ওজনের একটি পাউরুটির দাম ধরা হয়েছে ১৪ টাকা। বাজারে ৫ টাকা দামের কলা এবং ৭ থেকে ৯ টাকা দামের ডিমের মূল্য দেখানো হয়েছে ১৫ টাকা। আবার ৭৪ টাকা কেজি দরের উন্নতমানের চালের পরিবর্তে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা কেজি মূল্যের চাল সরবরাহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, উন্নতমানের চালের নামে কম দামের চাল বস্তা পরিবর্তন করে হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া রান্নায় বোতলজাত সয়াবিন তেল ও মানসম্মত মসলা ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও বাস্তবে নিম্নমানের খোলা পাম অয়েল ও নিম্নমানের মসলা ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে খাবারের মান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি রোগীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

মুজিবনগর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী রোগীদের খাবারের মান ও পরিমাণ নিশ্চিত করতে নিয়মিত তদারকির কথা। তবে রোগীর চাপের কারণে সব সময় মনিটরিং করা সম্ভব হয় না।

হাসপাতালের নথিতে উল্লেখিত ঠিকাদার মো. সাফায়েতের সঙ্গে

একাধিকবার মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। এছাড়া হাসপাতালের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী তার ঠিকানা জানাতে রাজি হননি।

মেহেরপুরে সেচপাম্পের মোটর চুরি, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা মাঠ থেকে একটি সেচপাম্পের বৈদ্যুতিক মোটর ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, মল্লিকপাড়া এলাকার বাসিন্দা আব্দুল মতিন তার স্ত্রী মোছা. উম্মে হানীর নামে লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি অগভীর নলকূপ বুড়িপোতা মৌজার ভাঙড়া মাঠে অবস্থিত। নলকূপে একটি ৫ হর্স পাওয়ার (২২০ ভোল্ট) বৈদ্যুতিক সেচপাম্পের মোটর ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ স্থাপন করা ছিল, যার আনুমানিক মূল্য ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা।

তিনি অভিযোগে উল্লেখ করেন, গত ১৫ জুলাই দিবাগত রাত ১টা থেকে ভোর ৬টার মধ্যে কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা সেচপাম্পের ঘরের তালা ভেঙে মোটর ও যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে যায়। পরে মোটরচালক রশিদুল ইসলাম ওরফে ছোট খোকা বিষয়টি জানালে তিনি ও তার স্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়ে চুরির সত্যতা দেখতে পান। পরে স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি নিশ্চিত হন। এলাকায় ব্যাপক খোঁজাখুঁজি করেও চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধার কিংবা জড়িতদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

এ ঘটনায় চুরি হওয়া মালামাল উদ্ধার এবং জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়ে তিনি সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মেহেরপুর সদর থানার তদন্ত কর্মকর্তা রুহুল আমিন বলেন, “ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে। খুব শিগগিরই চোর চক্রের সদস্যদের শনাক্ত ও

গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হব বলে আশা করছি।”

উল্লেখ্য, এর আগে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায়ও সেচপাম্পের মোটর চুরির একাধিক ঘটনা ঘটেছে। এতে কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

গাংনীতে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মচারীকে মারধরের অভিযোগে বিএনপি নেতাসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা, বন্ধ রেজিস্ট্রি কার্যক্রম

মেহেরপুরের গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অফিস সহকারী আবুল কালাম আজাদকে মারধর, গুরুতর জখম, চুরি, অপহরণের চেষ্টা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে গাংনী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইমন হোসেনসহ ৭ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় আরও ৪-৫ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।

মামলার বাদী আবুল কালাম আজাদ জানান, গত ১৫ জুলাই রাত প্রায় ৮টার দিকে গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকায় তার ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তিনি গাংনী থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলাটি ১৭ জুলাই নথিভুক্ত হয় (মামলা নং-২৩)।

মামলায় নাম উল্লেখ করা আসামিরা হলেন— গাংনী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শিশিরপাড়ার ইমন হোসেন, মো. গাফফার, মো. ইয়ামিন, মো. বশির, জামিরুল, সোলায়মান ও শামীম।

ঘটনার পর থেকে গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এতে জমি ক্রয়-বিক্রয়, দলিল নিবন্ধনসহ বিভিন্ন সরকারি সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।

গাংনী সাব-রেজিস্ট্রার মাহফুজ রানা বলেন, তার অফিসের স্টাফ আবুল কালাম আজাদকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করায় জেলা রেজিস্ট্রারের নির্দেশে অফিসের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ থাকলে তদন্ত ও বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রয়েছে। বহিরাগতরা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে সরকারি কর্মচারীকে তুলে নিয়ে গিয়ে লাঞ্ছিত করতে পারে না।

তিনি আরো বলেন, অভিযুক্তদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতীতেও বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছিল। তারা উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের ৪ নভেম্বর গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হোসনে মোবারকের ওপর হামলার ঘটনায়ও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। ওই ঘটনার প্রতিবাদে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহার নেতৃত্বে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানববন্ধন করেছিলেন।

পৌর বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক ইমাম বলেন,আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে সরকারি নির্ধারিত ফি ছাড়াও অতিরিক্ত ২০০ টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে এ কারণে বিক্ষোভ তো লোকজন তাকে আটকে রাখে।

এদিকে মামলার বাদীর দাবি, হামলাকারীরা তাকে মারধর করার পাশাপাশি অপহরণের চেষ্টা, চুরি এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই তারেক নাহিয়ান বলেন, মামলার আসামিদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে শিক্ষা কর্মকর্তাকে মারধর সহ চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সহ নানা অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে। মামলাটি তদন্ত শুরু হয়েছে। আসামীদের গ্রেফতারে অভিযান চালানো হবে।

কোচিং শিক্ষক রজবের বিরুদ্ধে

অনৈতিক আচরণের অভিযোগ

মেহেরপুরে রজব টিউটোরিয়াল নামের একটি প্রাইভেট কোচিং সেন্টারের স্বত্তাধিকারী আর এইচ রজবের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের সঙ্গে অনৈতিক আচরণ, অপ্রীতিকর স্পর্শ, চাকরির প্রলোভন দিয়ে অশোভন আচরণ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন বার্তা আদান-প্রদানের অভিযোগ উঠেছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকের কোচিং সেন্টারের প্রাক্তন একাধিক শিক্ষার্থী এ অভিযোগ করেছেন। অভিযুক্ত শিক্ষক আর এইচ রজব, মেহেরপুর সদর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের আবু বক্করের ছেলে। তবে তাঁকে নিয়ে এ ধরণের তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েলে সুচতুর রজব সদর থানায় একটি জিডি করে রেখেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক এসএসসি পরীক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, ওই শিক্ষকের কাছে পড়ার সময় তিনি অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক স্পর্শের চেষ্টা করেছেন। একই ধরনের অভিজ্ঞতার শিকার আরও কয়েকজন শিক্ষার্থী রয়েছেন বলেও তিনি দাবি করেন।

আরেক প্রাক্তন শিক্ষার্থী বলেন, “চার থেকে পাঁচ মাস আগে আমি রজব স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়তাম। পড়ানোর সময় রজব স্যার খুব সূক্ষ্মভাবে গায়ে হাত দিতেন। প্রথম প্রথম আমি মনে করতাম, এটা স্বাভাবিক; হয়তো ভুলবশত হাত লাগছে। কিন্তু পরে একদিন পড়া শেষ করে চলে যাওয়ার সময় স্যার আমাকে বলেন, ‘একটু দাঁড়াও, কথা আছে।’ পরে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি আমার বুকে হাত দেন। তখন মানসম্মানের ভয়ে এবং স্যার নিজেও ভয়-ভীতি দেখাতেন বলে আমি কাউকে বিষয়টি বলতে পারিনি।”

এক প্রাক্তন ছাত্রের বড় বোন অভিযোগ করে বলেন, “একজন ছাত্রীকে একা পেয়ে তিনি রুম লক করে দেন। পরে রজব স্যার আমার বোনের সঙ্গে অপ্রীতিকর স্পর্শ করেন। সুযোগ পেয়ে আমার ছোট বোন আমাকে ফোন দেয়। আমি আশপাশেই ছিলাম, তাই গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। তখন মানসম্মানের ভয়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।”

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেকজন অভিযোগ করে বলেন, কোচিং সেন্টারে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ওই শিক্ষক তাকে অনৈতিক প্রস্তাব দিতেন। আপত্তিকর প্রস্তাব দেওয়ার পর তিনি তাকে ব্লক করে দেন। তিনি আরও দাবি করেন, এমন অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে, যারা ভয়ে বা সংকোচে

বিষয়টি কাউকে বলতে পারে না। এছাড়া, তিনি কিশোরী (টিনএজ) শিক্ষার্থীদেরও প্রেমের প্রস্তাব দিতেন বলে অভিযোগ করেন।

এছাড়া গত কয়েকদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে এলাকাজুড়ে আলোচনা- সমালোচনা চলছে। স্ক্রিনশটগুলোতে স্যারের আইডি থেকে করা অসামাজিক মন্তব্য এবং কুরুচিপূর্ণ বার্তা আদান-প্রদানের দাবি করা হয়েছে।

এদিকে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া কিছু স্ক্রিনশটে ওই শিক্ষক ও একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে অশালীন কথোপকথনের দাবি করা হয়েছে। তবে এসব স্ক্রিনশটের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তারা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে সত্য উদঘাটন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

তার কোচিংয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মারুফ বলেন, “স্যারকে দেখে কখনোই সুবিধার মনে হতো না। এছাড়াও অনেক মেয়ে তার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ তুলেছে।”

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, আর এইচ রজব ২০২২ সালে গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরে ২০২৩ সালের শেষের দিকে একই ধরনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে অব্যাহতি দেয়।

তবে শিক্ষার্থীদের সামাজিক সম্মানের কারণে তাদের নাম ও পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি, তাদের প্রত্যেকের অডিও ক্লিপ মেহেরপুর প্রতিদিনে সংরক্ষিত রয়েছে।

অভিযুক্ত শিক্ষক আর এইচ রজব প্রথমে অভিযোগগুলো অস্বীকার করলেও পরে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি চুপ করে থাকেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিষয়গুলো সম্পর্কে তিনি বলেন, “ফেসবুকে যা ছড়িয়েছে, সেগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এসবের সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। অভিযোগ তো অনেকেই করতে পারে, কিন্তু যারা আমার কাছে পড়েছে, তারা আমার সম্পর্কে জানে। আমার কোনো শিক্ষার্থী এ ধরনের অভিযোগ করছে এটি আমি মেনে

নিতে পারছি না। আমার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগই সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।”

কুষ্টিয়ায় পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার সদকি ইউনিয়নের বানিয়াপাড়া এলাকায় পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার রিফাত প্রামাণিক (১৭) নামে এক কিশোরের বিরুদ্ধে। রোববার (১৩ জুলাই) সকাল ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শিশুটি প্রতিদিনের মতো বাড়ির পাশের একটি মসজিদের মক্তবে পড়তে যায়। পড়া শেষে প্রবল বৃষ্টির কারণে সে মক্তবেই অবস্থান করছিল।

এ সময় অভিযুক্ত রিফাত তার বোনকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে পুনরায় মক্তবে এসে শিশুটিকে ছাতার অজুহাতে পাশের একটি জরাজীর্ণ ঘরে নিয়ে যায়।

পরে শিশুটির কান্নার শব্দ শুনে এক পথচারী ঘটনাটি টের পেলে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। পরে শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ধর্ষণের শিকার শিশুটির দাদা কামির জানান, তার নাতনি ছোটবেলা থেকেই নানাবাড়িতে বড় হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে তারা বিচার চেয়ে থানায় এসেছেন।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দিন বলেন, “এ ঘটনায় অভিযোগ পাওয়া গেছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।”

ঝিনাইদহে চাঁদাবাজির অভিযোগে যুবদল নেতাকে ফাঁসানোর প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে সালিশের নামে চাঁদাবাজির নাটক সাজিয়ে যুবদল নেতাকে ফাঁসানোর অভিযোগ উঠেছে। সালিশে রাজি না হওয়ায় ও ভিকটিমের পরিবারের পক্ষে কথা বলার কারণে যুবদল নেতাকে কৌশলে ফাঁসানো হয়েছে বলেও দাবি করেছেন সনাতনী সম্প্রদায়ের কয়েকজন।

ওই ঘটনার প্রতিবাদে ভুক্তভোগী সনাতনী সম্প্রদায়ের ব্যানারে সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করা হয়।

সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী প্রেমা রানী সাহা।

ভুক্তভোগী নারী তার বক্তব্যে জানান, ফরিদপুর সদর উপজেলার বোয়ালমারি এলাকার প্রণয় সাহার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। পরে নানা কারণে বনিবনা না হওয়ায় ওই নারী তার স্বামীকে তালাক দেন।

এ নিয়ে স্বামীর পরিবারের লোকজন ওই নারী সহ তার বাবা, মা কে হত্যার হুমকি দেয়। এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওই নারী ও তার পরিবারের সদস্যরা প্রতিবেশী যুবদল নেতা আতিয়ার রহমানের স্মরণাপন্ন হন।

আতিয়ার রহমান ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুহাটি ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি ছিলেন। পরে যুবদল নেতা আতিয়ার রহমান ওই নারীর তালাকপ্রাপ্ত স্বামী ও স্বজনদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, ফরিদপুরের প্রণয় সাহা তার সাবেক স্ত্রীর প্রতিবেশী ও যুবদল নেতা আতিয়ারকে চাঁদার বিনিময়ে পারিবারিক সমস্যা সমাধান করার অনুরোধ জানায়।

ওই সময় যুবদল নেতা আতিয়ার ও ভুক্তভোগী নারী প্রেমা সাহা ও তার স্বজনরা মোবাইল ফোনের কথোপকথন শুনেন। এক পর্যায়ে আতিয়ার রহমান চাঁদা বা অনৈতিক ভাবে অর্থ লেনদেনের বিনিময়ে পারিবারিক সমস্যা

মিটিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই নারীর তালাকপ্রাপ্ত স্বামী কথোপকথনের একটি রেকর্ড কাটছাট করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। বিষয়টি নজরে এলে সম্প্রতি ঝিনাইদহ জেলা যুবদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত আদেশে যুবদল নেতা আতিয়ার রহমানকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে প্রেমা রানী সাহা বলেন, আতিয়ার রহমান ভাই আমাদের প্রতিবেশী। তিনি গ্রামের সকল সনাতনীদের দেখাশোনা করেন। আজকে তাকে ফাসানো হয়েছে। আমার সাবেক স্বামীর সঙ্গে যখন যুবদল নেতা আতিয়ার রহমানের কথা হচ্ছিল, আমার মা-বাবা ও আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমরা সবাই কথোপকথন শুনেছি।

সেখানে চাঁদাবাজি বা চাঁদা দাবির কোনো কথাই ছিল না। আতিয়ার ভাই, আমাদের পক্ষ নেয়ার কারণে তাকে ফাসিয়ে দিয়ে দল থেকে বহিষ্কার করানো হয়েছে। আমরা তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার চাই।

মুজিবনগরে এইচবিবি রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নে এইচবিবি রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণকাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগও করেছেন স্থানীয়রা।

জানা গেছে, ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের ২০২৫–২৬ অর্থবছরে মোনাখালী ইউনিয়নের কেদারগঞ্জ বাজার টেকনিক্যাল স্কুল সংলগ্ন পশ্চিমমুখী রামনগর–গোপালনগর ছোট নাগার মাঠের রাস্তার উন্নয়নের জন্য ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয় মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রকল্পে যেখানে একটি কালভার্ট নির্মাণের

কথা ছিল, সেখানে পূর্ণাঙ্গ কালভার্ট নির্মাণ না করে নামমাত্র কয়েকটি আরসিসি পাইপ বসানো হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের তথ্যফলকে উল্লেখিত কাজের তুলনায় বাস্তবে খুব সামান্য অংশই সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি তাদের।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে মোনাখালী ইউনিয়নের প্রশাসক ও মুজিবনগর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা কাউসার আলী আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

তবে অভিযুক্ত ইউপি সদস্য সিরাজুল ইসলাম অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “প্রকল্পে যেভাবে উল্লেখ রয়েছে, সেভাবেই কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।”

গাংনীতে ঘুমন্ত অবস্থায় কুপিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ

গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রিপন আলী (৪৩) নামের এক ব্যক্তিকে ঘুমন্ত অবস্থায় কুপিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার (৮ জুলাই) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার হিন্দা গ্রামের স্কুলপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আহত রিপন আলী ওই গ্রামের মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে।

পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে গরু চুরির উদ্দেশ্যে বাড়িতে প্রবেশ করে দুর্বৃত্তরা। এক পর্যায়ে ঘুমন্ত রিপন আলীর ওপর দেশীয় ধারালো অস্ত্র (হাসুয়া) দিয়ে হামলা চালানো হয়। হামলায় তার কানের পাশ থেকে গাল পর্যন্ত গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে।

আহত রিপন আলী জানান, প্রতিবেশী সেলিম রেজার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তাদের পারিবারিক বিরোধ চলছে। এর আগেও জমির ফসল নষ্ট করাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। সেই বিরোধের জের ধরেই ঘুমন্ত অবস্থায় তার ওপর এই হামলা চালানো হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

রিপন আলীর ভাই মিলন জানান, ঘটনার আগে টর্চলাইট মারার বিষয় নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরপর রাতেই ঘুমন্ত অবস্থায় সেলিম রেজা তাকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করেন।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য নাজমুল হোসেন খোকন জানান, খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে যান। প্রাথমিকভাবে তিনি জানতে পেরেছেন, পূর্ববিরোধের জের ধরেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. ওমর ফারুক জানান, রিপন আলীর কানের পাশ থেকে গাল পর্যন্ত গভীর ক্ষত রয়েছে। সেখানে ১১টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত আছেন।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, “ঘটনার বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত সেলিম রেজার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।